তারিখ ... 31 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ৩ ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

চাঁপাইয়ে কোচিং ঘিরে শিক্ষকদের সিন্ডিকেট

স্টাফ রিপোর্টার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ॥ কোচিং বাণিজ্য ভয়াবহ রূপ নেয়ার কারণে অভিভাবকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অভিভাবক কোচিং করাতে অস্বীকার করলে সেই সব শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসছে নির্যাতন। এ নির্যাতন শারীরিক পর্যায়ে গড়াচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের কিশোর-কিশোরীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। অনেকের লেখাপাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা পড়েছে মহাসঙ্কটে। কারণ ইতোমধ্যে নির্যাতনকারী অর্থলোভী শিক্ষকরা সিন্ডিকেট করে কোচিং বিদ্রোহীদের শায়েস্তা বা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তাদের নানান প্রক্রিয়ায় হুমকি দিচ্ছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও ব্যবহারিক পরীক্ষার নিরীক্ষায় কম নম্বর দেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে তাদের পঙ্গু করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানেই যাক না কেন সিন্ডিকেট শিক্ষকরা সেখানেই পৌঁছে দিচ্ছে কম নম্বর দেয়ার মেসেজ। এভাবে ফাঁদে ফেলে বাধ্য করছে কোচিং করার। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে জেলায় ৫৫টি মহাবিদ্যালয় ও ২৭২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর সিংহভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোচিং বাণিজ্য করছে। কোচিং শিক্ষকরা সিন্ডিকেট করে প্রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানকে বাধ্য করছে সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ক্লাস নেয়ার। ২টার পর থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বাধ্য করছে কোচিং ক্লাসে আসতে। পরিবেশ দেখলে মনে হবে আবার স্কুল বসল। যেসব গরিব শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের কোচিং ফি কিছুটা কমিয়ে বাধ্য করছে কোচিং ক্লাসে আসতে।